



যুদ্ধে দুই তলোয়ার: Gillette বনাম Wilkinson

আমার বাবার বয়স তখন মাত্র পাঁচ।

পরিবারটা থাকত এক পাহাড়ি গ্রামে, যেখান থেকে নিচের সমতলটা দেখা যেত। পাথরের বাড়িগুলো থেকে দুনিয়াটাকে দূরের মনে হত, তবু প্রতিটি ঘটনাই শেষ পর্যন্ত পাহাড় বেয়ে উঠে আসত।

তারা একটা ছাগল কিনেছিলেন এক ট্রেড ইউনিয়নের লোকের কাছ থেকে। জন্তুটা এক সময় আয় দিত, কিন্তু মালিক ঠিক করেছিলেন বেচে দেবেন।

রোজ সকালে আমার ঠাকুমা ওটার দুধ দোয়ানোর চেষ্টা করতেন।

কখনওই যথেষ্ট হত না।

সব বাচ্চার মতোই আমার বাবাও সকালের খাবার চাইতেন। তাই টেবিলে হাজির হত একটা পেয়ালা: বাসি রুটি, একটুখানি ছাগলের দুধ, আর তাতে মেশানো পাহাড়ি জল, যাতে আরও একটা দিন চলে।

ওটাই ছিল যুদ্ধ, কেউ তাকে যুদ্ধ বলার আগেই।

ভোরে তিনি বাড়ি থেকে একটুখানি হেঁটে একটা ছোট চত্বরে যেতেন আর আকাশের দিকে তাকাতেন।

সেখান থেকে তিনি লড়াইটা দেখতেন, যেন ওটা একটা খেলা।

দিগন্ত পেরিয়ে যেত বিমান। সমতল থেকে ভেসে আসত সাইরেনের প্রতিধ্বনি। বোমা পড়ত বিমানঘাঁটি আর সামরিক স্থাপনায়। বড়রা কথা বলত ফিসফিস করে, কিন্তু বাচ্চারা তাকিয়ে থাকত ওপরের দিকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তাতে জড়িয়ে পড়েছিল সবাই।

তবু হাজার হাজার মাইল দূরের দুটি ঘটনা শেষ পর্যন্ত এসে মিলবে একটা ব্লেন্ডে।

ব্রিটিশ আক্রমণের জবাবে জার্মানরা লন্ডন আর অন্য বড় শহরগুলোতে বোমা ফেলল। কারখানাগুলোর উৎপাদন টিমে হয়ে এল। রসদে টান পড়ল। এমনকি বিখ্যাত Wilkinson Sword ব্লেন্ডও দোকানের তাক থেকে উধাও হতে শুরু করল।

একই সময়ে ব্রিটিশ বাহিনী লড়াইছিল আফ্রিকায়।

সেখানে তারা হাজার হাজার বন্দি ধরল।

একটা সেনাবাহিনী থিড়ে সহিতে পারে।

একটা সেনাবাহিনী গরম সহিতে পারে।

যা সে সহিতে পারে না, তা হল রোগ।

বহু বন্দির ওপর চাপানো প্রথম আচারটা কোনো ভাষণ ছিল না, কুচকাওয়াজ ছিল না, এমনকি টিকাও নয়।

ছিল দাড়ি কামানো।

পরিষ্কার মুখ মানে কম পরজীবী, কম সংক্রমণ, আর বেশি নিয়ন্ত্রণ।

প্রথম মাসগুলোয় সবাই খুঁজত তলোয়ার।

তলোয়ার ছিল না।

লন্ডন যথেষ্ট জোগাতে পারছিল না।

তখন মাঠে নামল আমেরিকা।

খাবার, জ্বালানি, সরঞ্জাম আর অগুনতি অন্য জিনিসের সঙ্গে ব্লেডও বয়ে নিয়ে জাহাজ মহাসাগর পাড়ি দিল।

বন্দিশিবিরের ভেতরে ঘটে গেল এক সূক্ষ্ম রূপান্তর।

লোকে তলোয়ার চাওয়া বন্ধ করল।

তারা চাইতে শুরু করল একটা Gillette।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন Wilkinson Sword-কে বিখ্যাত হতে সাহায্য করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তেমনই Gillette-কে একটা চলতি শব্দে পরিণত হতে সাহায্য করল।

একটা ব্র্যান্ড একটা ভাষা হয়ে উঠেছিল।

বহু বছর পরে বন্দি, সৈনিক আর শ্রমিকেরা যখন ঘরে ফিরল — ইতালিতে, ফ্রান্সে, মিশরে, গ্রিসে, কিংবা নিয়তি যেখানে যাকে নিয়ে গিয়েছিল — তারা সবচেয়ে কাছের দোকানটায় ঢুকে ব্লেড চাইল না।

তারা বলল:

“একটা Gillette দিন।”

আসল লড়াইটা ছিল ওটাই।

আর দুই তলোয়ার তাতে হেরে গেল।

ফের্দিনান্দো